

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসার চিন্তে মানুষের সেবায়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

[illegible]

		গুরুত্ব			
বিবরণ	ট্রান্সমিক সমাপ্তি (০০.৬.২৫) (অনির্ধারিত)	৩ মাস শেষে (০১.৬.২৫) (পরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে (০৩.৬.২৪) (অনির্ধারিত)	পূর্ববর্তী ৩ মাস সমাপ্তি (০১.৬.২৫) (পরীক্ষিত)	
কারবার থেকে মোট আয়	--	--	--	--	
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আপে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারণ আইটেমের	(৪.০৪)	(১২.০৬)	(৩.৯২)	(২৪.৬৬)	
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের আপে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারণ আইটেমের পরে	(৪.০৪)	(১২.০৬)	(৩.৯২)	(২৪.৬৬)	
সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি- অসাধারণ আইটেমের পরে	(৪.০৪)	(১২.০৬)	(৩.৯২)	(২৪.৬৬)	
সময়ের জন্য মোট বিত্তীয় আয় [সময়ের জমা লাভ/(ক্ষতি) (করা পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিত্তীয় আয় (করা পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত পরিচালিত ইকুইটি শেয়ার মূল্য (বাণিজ্যিক শেয়ার সহ)]	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	
পূর্ববর্তী বছরের নির্মীকৃত ব্যালেন্স শিট থেকে বিজার্ত পুনর্দায়িত বিজার্ত ব্যক্তি	-	-	-	(১২.৬২)	
শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (সেচমান এবং স্বল্প করব্যবসার জন্য)					
১. মূল	(০.০৫)	(০.১৫)	(০.০৫)	(০.১১)	
২. নিপ্ত	(০.০৫)	(০.১৫)	(০.০৫)	(০.১১)	

মন্তব্য:

১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমগ্র ট্রেডিংগানের অ-নির্ধারিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণিত
বিবরণের একটি অংশ, যা SEBI (ভলিক্যুটিং এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রদান, ২০২৫
(সংশোধিত) এর ৫৮ তম প্রদানসময় অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জের দাখিল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ
বিস্তার www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.foundryfuel.co.in এ পাওয়া
যাবে।

২. উপরে বর্ণিত ফলাফলগুলি অডিট কন্ট্রোল থরা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৫ই আগস্ট ২০২৫ তারিখে
মুদ্রিত তারের সাথে পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

৩. উপরে বর্ণিত আর্থিক ফলাফলগুলি বিকিউটিভিটাল অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড ইন্ডিয়া (SEBI) দ্বারা জারি করা
নির্দেশিকা এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৫ এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড
Ind AS অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

ফাউন্ড্রি ফ্যুয়েল লিমিটেডের -এর পক্ষে
স্বাক্ষর
নিম্নলিখ অফিসার
ডিক্লারেশন

হান্ন: মুহুই
তারিখ: ১৫.০৮.২০২৫

DIN 0789537

The Executive Engineering (E)/Lighting/Zone-III, KMC invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/415 Name of Work: Renovation of street lighting system by supplying luminaries and other electrical accessories for essential works at Panditiya Road and other different areas in Ward No.-85 under Br-VIII. Estimate Amount: ₹ 3,10,646.00. Earnest Money: ₹ 6,400.00. Period of completion: 12 days. (2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2025-2026/413 Name of Work: Installation of new lighting arrangement at Vivekananda Park at Ward No.-86	Estimated Amount: ₹ 1,95,693.56. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 23 days. (5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/2025-25-26 Name of Work: Renovation of lighting arrangement at Pandit Tarapada Chakraborty Sarani, Krishna Chandra Day Sarani in Ward No.-81, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,98,913.20. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 10 days. Last date and time of completion of Bid: 23.08.2025 upto 9 a.m. (For Sl No. 4 & 5). The bid forms and other details are available on and from 13.08.2025 from 5 p.m. (For Sl. No. 3 to 5). The website: https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 5). (866/25-26)
--	---

না খেলেই ওডিআই ব্যাটারদের তালিকার দুইয়ে রোহিত, শীর্ষে যথারীতি গিল

দুইই, ১৩ আগস্টঃ ভারতীয় দলের জার্সিতে রোহিত শর্মাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। তাঁর নেতৃত্বেই ভারত টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়। এরপর রোহিত শর্মা ৫ মাস ধরে কেনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। তিনি শেষবার ২০২৫ সালের ১ মার্চ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কইনলে খেলেছিলেন। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে দূরে থাকলেও আইসিসি ওডিআই ব্যাটারদের তালিকায় এক ধাপ উপরে উঠেছেন টিম ইন্ডিয়ায় ওডিআই অধিনায়ক। ৭৫৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে রোহিত রয়েছেন



দ্বিতীয় স্থানে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে পাকিস্তানি ব্যাটার বাবর আজমের খারাপ পারফরম্যান্সের সুবিধা পেয়েছেন রোহিত। ৩ ম্যাচের সিরিজে বাবর মাত্র ৫৬ রান করতে পেরেছেন। এর ফলে, দ্বিতীয় স্থান থেকে তৃতীয় স্থানে নেমে গিয়েছেন প্রাক্তন এই পাক অধিনায়ক। ওডিআই ব্যাটারদের তালিকায় যথারীতি শীর্ষে রয়েছেন সত্যজিত নাথ। তার রেটিং পয়েন্ট ৭৮৪। যদি বাবর এভাবে খেলতে থাকেন, তাহলে বিরাট কোহলিও তাঁকে পিছনে ফেলে দিতে পারেন। ৭৬৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে বিরাট কোহলি রয়েছেন চতুর্থ স্থানে। আর তৃতীয় স্থানে থাকা বাবরের রেটিং পয়েন্ট হল ৭৫১। এদিকে, টি-টোয়েন্টি ব্যাটারদের শীর্ষে যথারীতি রয়েছেন অভিষেক শর্মা। ভারতের এই বিধগোী ওপেনারের রেটিং পয়েন্ট ৮২১। ইংল্যান্ডের ফিল সল্টসকে (৭১১ রেটিং পয়েন্ট) পিছনে ফেলে ৮০৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন তিলক বর্মা। এই তালিকার চতুর্থ স্থানে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ট্রুডিস হেড। তাঁর রেটিং পয়েন্ট ৭৮২। পঞ্চম স্থানে রয়েছেন জশ বাটলার। ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি অধিনায়কের রেটিং পয়েন্ট ৭৭২।

বিজয় হাজারে ট্রফি কি আসলে একটা ফাঁদ? এর ভিত্তিতে বিরাট-রোহিতের যাচাই হবে তো? উঠছে প্রশ্ন

দূরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বোর্ডের একাংশ মনে করছে, বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার অগ্রিপরীক্ষা চলবে। সাতাশের বিশ্বকাপের জন্য তাঁরা কতটা প্রস্তুত, বালিয়ে নেওয়া হবে ঘরোয়া ক্রিকেটের ময়দানে। আবার বিসিসিআইয়ের অন্য অংশের মতে, সূচির সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। আর সেই কারণেই ভারতীয় এ দলের হয়ে দুই তারকাকে মাঠে নামতে হতে পারে। সেখানে পারফর্ম করতে পারলেই মিলবে বিশ্বকাপে নামার ছাপত্র। টিম ইন্ডিয়া একদিনের ক্রিকেটে ফিরছে আগামী অক্টোবর মাসে। সেই সঙ্গে ফের শুরু হয়েছে বিতর্ক-বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার কী হবে? শোনা যাচ্ছে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ওডিআই সিরিজে তাঁদের দেখা যেতে পারে। কিন্তু এটিই কি তাঁদের শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ? দাবি তুলেছে বেশ কিছু মহলা। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে এই জল্পনা। এর মধ্যেই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার



আকাশ চোপড়ার বিশ্লেষণ-দুই তারকা ভুল ফরম্যাটে বিদায় ঘোষণা করেছে। তাঁর যুক্তি সোজাসাপ্টা- “রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি হঠাৎ ক্রিকেট করলেন টেস্ট ক্রিকেট ছাড়বেন। বললেন, তাঁরা শুধু ওডিআই খেলবেন। এখানেই আমার আপত্তি। কেন বলি শুনুন-টেস্ট সবচেয়ে কঠিন ফরম্যাট। সাধা বলের ক্রিকেট একেয়ে। কিন্তু টেস্ট নয়। লাল বলের লড়াই কঠিন। ব্যাটসম্যানদের জন্য ওডিআই অনেক সহজ। চাপও কম।” ভারতের সামনে অর্ধশতাব্দের আগে মাত্র ছ’টি ওডিআই টেস্ট ও টি২০আই-দুটো ফরম্যাট থেকেই সেরে দাঁড়ানো ‘বো-কো’ জুটির পক্ষে এই স্বল্পসংখ্যক ম্যাচ যথেষ্ট সমস্যার। আর এই

নিয়মেই চোপড়ার প্রশ্ন- “আপনি যদি বছরে মাত্র ছ’টি ওডিআই খেলেন, তবে বছরে খেলছেন ছ’দিন। এতে ফর্ম ধরে রাখবেন কীভাবে? কোন উপায়ে প্রস্তুত নেন? কোন কৌশলে ফিট থাকবেন, সেরা ছন্দ ফিরে পাবেন? আমার মতে, আপনাদের বলা উচিত ছিল-ওডিআই ও টি২০আই নয়, টেস্টই খেলব। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ খেললে ২৫ দিন মাঠে থাকার সুযোগ জুটত। তারপর থাকত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজ।” কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন ব্যাটারের মতে, টেস্টে সক্রিয় থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফেরা সহজ। তিনি বলেন, “আপনি যদি টেস্ট খেলতেন আর ওডিআই আর মাঝেমাঝে সময় থাকত, তখন রঞ্জি ট্রফিতে নামতে পারতেন। কাউন্টি ক্রিকেটেও দীর্ঘ ফরম্যাটে আপনি অনেক বেশি দিন খেলার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন। কিন্তু টেস্ট ছেড়ে দিলে রঞ্জি বা কাউন্টি খেলারও তাগিদ থাকে না। টেস্ট থেকে অবসর নিলে গুণ্ডলার মান পড়ে যায়।” এই প্রসঙ্গে বিজয় হাজারে ট্রফি নিয়েও তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট। ডিসেম্বর মাসে হবে দেশের ঘরোয়া একদিনের প্রতিযোগিতা। কিন্তু চোপড়ার মতে, সেখানে খেলা, রান করা রোহিত বা বিরাটের নির্বাচনে কেনও প্রভাব ফেলবে না। তিনি বলেন, “বিজয় হাজারে ট্রফি নিয়ে যে আলোচনা চলছে, সেটা হাস্যকর। ডিসেম্বর মাসে টুর্নামেন্ট। কিন্তু ভারতীয় দল আইপিএল পর্যন্ত মোটে ৯টি ওডিআই খেলবে। মানে, আপনার জন্য ন’দিনের ক্রিকেট। তার বাইরে অন্যদিন খেলছেন না, অনুশীলনও করছেন না। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে বিজয় হাজারের পারফরম্যান্স দেখে কেউ দলে নেবে না-এটাই সত্যি। যদি টেস্ট খেলতেন আর ওডিআই ছাড়তেন, হুদে থাকা অনেক সহজ হত।”

লালথানখুমাকে নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী ফেরেইরা



হায়দরাবাদ, ১৩ আগস্টঃ শেষ সিজনটা যথেষ্ট হতাশাজনক ভাবে শেষ হয়েছিল শ্রীনিথি ডেকানের। প্রথম ম্যাচে ধাক্কা খাওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে তাঁরা পরাজিত করেছিল শক্তিশালী চার্লিস ব্রাদার্স দলকে। দল জয়ের সরণিতে ফিরতেই আত্মবিশ্বাস বাড়তে শুরু করেছিল ফুটবলারদের মধ্যে। যারফলে পরবর্তী ম্যাচে ও বজায় ছিল সেই ধারাবাহিকতা। সেখানে তারা পরাজিত করেছিল টুর্নামেন্টে অন্যতম শক্তিশালী দল রাজস্থান ইউনাইটেডকে। কিন্তু দিল্লি ম্যাচ থেকে ফের পুরনো পারফরম্যান্সে ফিরে আসে শ্রীনিথি ডেকান। সেই ম্যাচে একটি গোলে পরাজিত হওয়ার পর গোয়ার আরেক শক্তিশালী দল তথা ডেম্পা স্পোর্টস ক্লাব থেকে শুরু করে বারাদসীর শক্তিশালী দল তথা ইন্টার কান্দীর কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল এই ফুটবল এই ফুটবল দলকে। স্বাভাবিকভাবেই যার প্রভাব পড়েছিল দলের পয়েন্ট টেবিলে। তারপরেও বেশ কিছু ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে হায়দরাবাদের এই ক্লাব। যারফলে চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় থেকে অনাস্যসেই ছিটকে গিয়েছিল শ্রীনিথি দল। তবে ভালো পারফরম্যান্স করে আইলিগ অভিযান শেষ করতে বন্ধপরিকর ছিল দল। কিন্তু সেখানেও খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব হয়নি। টুর্নামেন্টের শেষ ম্যাচে স্পোর্টিং ক্লাব বেঙ্গলুরুর কাছে আটকে যেতে হয়েছিল আইলিগের দলকে। যারফলে লিগ টেবিলের নবম স্থানেই শেষ করেছিল এই ফুটবল ক্লাব। সেই নিয়ে যথেষ্ট হতাশা ছিল সকলে। পুরনো সব ভুলে এবারের এই নতুন মরসুমে ভালো পারফরম্যান্স করতে বন্ধপরিকর শ্রীনিথি ডেকান। সেজন্য ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পর থেকেই সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছিল ম্যানেজমেন্ট। ইতিমধ্যেই যুক্ত করা হয়েছে একাধিক ফুটবলারদের। গত কয়েকদিন আগেই আইজল একসিএর এক ডিরেক্টলিভ মিডফিল্ডারকে দলে সই করিয়েছে আইলিগের এই ফুটবল দল। তিনি লালথানখুমা সি দুহভেলা। আগের মরসুমে সিজন পাহাড়ের সেই ফুটবল ক্লাবের হয়ে একাধিক ম্যাচ খেলেছিলেন এই মিডো ফুটবলার। সব দিক মাথায় রেখেই এবার বছর চতুর্দশের এই ফুটবলারকে দলে টেনেছে এই ক্লাব। এবার সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন ক্লাবের প্রধান কর্মকর্তা ফাফিও ফেরেইরা। তিনি বলেন, “লালথানখুমা সাম্প্রতিক সিজনে অসাধারণ পারফর্ম করেছেন। ধারাবাহিকভাবে আই-লিগে তাঁর গুণমান প্রমাণ করে চলেছেন। তাঁর আগমন কয়েকদিন মিডফিল্ডে শক্তি এবং গঠন উভয়ই এনে দেবে। আসন্ন টুর্নামেন্টে স্কোয়াডকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা তাঁকে ডেকান ওয়ারিয়ার্স পরিবারে স্বাগত জানাতে পেরে আনন্দিত এবং ক্লাবের রঙে আমাদের উজ্জ্বল অনুপ্রাণিত করতে তাঁকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।”



চেন্নাই, ১৩ আগস্টঃ আগের সিজনে ইংলিশ কোচ ওয়েন কোয়েলের উপরেই ভরসা রেখেছিল চেন্নাইয়িন। তাঁর নির্দেশ মেনেই সেবার দল বদলের বাজার থেকে ফুটবলারদের চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করেছিল ম্যানেজমেন্ট। যেখানে ভারতীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশি ফুটবলার সাইন করানোর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছিল আইএসএল জরী এই দল। তরুণ ফুটবলার কিয়ান নাসির থেকে শুরু করে নামতে, গুরুকিয়াত সিং ও মহম্মদ নাওয়াজের মতো ফুটবলারদের আনা হয়েছিল দলে। যা নিগেসদেছে অনেকটাই শক্তিশালী করে তুলেছিল দেশীয় ব্রিগেডকে। সেইসাথে দলের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার লুকাস বাস্ত্রিল্লাকে। উল্লেখ্য, সেবার ভারতে আসার পূর্বে সাইপ্রাসের এক ফুটবল দলের হয়ে অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছিলেন এই ব্রাজিলিয়ান। যেখানে সাতটি গোলের

কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের পথে ভারত!

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ সব ঠিক থাকলে ২০ বছর পর আবার ভারতের মাটিতে বসতে চলেছে কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন এবং ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের বিশেষ সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর ভারত এখন ২০৩০ সালের কমনওয়েলথ গেমস আয়োজনের অন্যতম দাবিদার। চূড়ান্ত দরপত্র জমা দিতে হবে ১১ আগস্টের মধ্যে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানা যাবে এই বছরের নভেম্বর মাসে। ২০২৬ সালের গেমসের দায়িত্ব ছেড়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রদেশ। আর্থিক কারণে ২০৩০ সালের আয়োজক দেশ কানাডাও সরে দাঁড়িয়েছে। ফলে কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন নিয়ে তৈরি হয়েছিল অনিশ্চয়তা। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের এগিয়ে আসা কমনওয়েলথ স্পোর্টস ফেডারেশনের কাছে স্বস্তিদায়ক। ভারতের তরফে প্রস্তাবিত আয়োজক শহর হল আহমেদাবাদ। ইতিমধ্যেই শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। অ্যাথলেটিক ভিলেজ থেকে শুরু করে স্টেডিয়াম, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা সব দিকেই নজর দেওয়া হচ্ছে। গোটা উদ্যোগটি সরাসরি তদারকি করছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, এমনটাই সুত্রের স্বর।

সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা পদকজয়ী কুস্তিগীরের, এক সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৩ আগস্টঃ জুনিয়র কুস্তিগীর সাগর ধনখড় হতা। মামলায় বড়সড় ধাক্কা খেলেন অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগীর সুশীল কুমার। বৃধবার সুপ্রিম কোর্ট তাঁর জামিন খারিজ করে দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিল। বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রার ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লি হাইকোর্টের রায়কে উল্টে দিয়ে জানিয়ে দেয়, জামিনে থাকাকালীন সুশীল সাক্ষী প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। সেই কারণেই জামিন বাতিল করা হল। ২০২১ সালের ৪ মে দিল্লির হুদ্রশাল স্টেডিয়ামের পার্কে লটে নৃশংসভাবে মারধরের শিকার হন প্রাক্তন জুনিয়র জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কুস্তিগীর সাগর ধনখড়। গুরুতর আঘাতের কারণে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল কুস্তিগীর সুশীল কুমার-সহ মোট ১৮ জন।



অভিযোগ, সম্পত্তি বিবাদকে কেন্দ্র করেই সুশীল ও তাঁর অনুগামীরা সাগরের উপর চড়াও হন। পুলিশের চার্জশিট অনুযায়ী, এই ঘটনার মূল চক্রী ছিলেন সুশীল নিজেই। ঘটনার পর প্রায় ১৮ দিন পলাতক ছিলেন সুশীল। এরপর দিল্লি পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে এবং দীর্ঘ তিন বছর তihar জেলে কাটান তিনি। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে হাটের অস্ত্রোপচারের জন্য অন্তর্বর্তী জামিন পান সাত দিনের জন্য। ২০২৪ সালের মার্চে দিল্লি হাইকোর্ট ৫০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন মঞ্জুর করে সুশীলকে। সেই রায়ের বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেন সাগরের বাবা অশোক ধনখড়। সুপ্রিম কোর্টে শুনানিতে নিহত কুস্তিগীরের পরিবারের আইনজীবী দাবি করেন, জামিনে মুক্তি পেয়ে সুশীল সাক্ষীদের হুমকি দিয়েছেন এবং মামলার প্রমাণ নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। বাদলত সেই যুক্তি মেনে নিয়ে জামিন বাতিলের নির্দেশ দেয়। বিচারপতিরা বলেন, আইন সবার জন্য সমান। এমনকি অলিম্পিক পদকজয়ীর জন্যও নয় কোনও ছাড়া।

জাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করল লখনউ সুপার জায়েন্টস

লখনউ, ১৩ আগস্টঃ গত মাসে জাহির খানের সঙ্গে এক বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে লখনউ সুপার জায়েন্টসের। এদিন জানা গেল ভারতের এই প্রাক্তন পেসারের সঙ্গে নতুন করে আর কোনও চুক্তি করা হবে না এলএসজি। জাহির লখনউয়ের ফ্র্যাঞ্চাইজির মেন্টর হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন ২০২৩ সালে। এরপর তাঁর দলের বোলিং বিভাগেরও দায়িত্ব দেওয়া হয়। জাহিরের সঙ্গে যে লখনউ সম্পর্ক ছিল করতে চলেছে, তার আঁচ আগেই পাওয়া গিয়েছিল। গত আইপিএলে ভাল শুরু করার পরও প্লে-অফে পৌঁছতে পারেনি এলএসজি। এরপরই গুঞ্জন উঠেছিল, জাহিরের ঘাড়ে কোপ পড়তে চলেছে। এবার সেই আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হল। সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদন অনুসারে, এলএসজি একজন নতুন পরামর্শদাতার সঙ্গে চুক্তি করবে। যার হাতে তাদের সিস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিরও দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে। লখনউয়ের সিস্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি হল, দক্ষিণ আফ্রিকা ২০-তে হতে ভারবানের সুপার জায়েন্টস (এসএ২০) এবং দ্য হান্ড্রুডে ম্যাগস্টার অরিজিনালস। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই ফ্র্যাঞ্চাইজি পুরো এলএসজি গ্রুপের ‘বহরব্যাপী উন্নয়ন’ তদারকি করার জন্য একজন ক্রিকেট পরিচালকের নামও ঘোষণা করবে। ২০২৩ সালে দৌতম গম্ভীর এলএসজি ছেড়ে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগদান করার পর জাহির হন লখনউয়ের মেন্টর। এরপর মর্নি মরফেল এলএসজি ছেড়ে ভারতীয় দলের বোলিং কোচ হওয়ার পর ভারতের প্রাক্তন পেসারের হাতেই তুলে দেওয়া হয় দলের বোলারদের দায়িত্ব। তবে গত আইপিএল মরসুমে লখনউয়ের বোলররা নিজেদের প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন। তাই মনে করা হচ্ছে, সে কারণেই জাহিরের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করল লখনউ সুপার জায়েন্টস। সম্প্রতি, এলএসজি ঘোষণা করেছে, কেকেডার ও টিম ইন্ডিয়ায় প্রাক্তন বোলিং কোচ ভরত অরুণ এবার থেকে দলের মেন্টরের ভূমিকা পালন করবেন।

পিএসজিকে বিদায় দোন্নারুম্মার, এনরিকে বললেন ‘আমি দায়ী’

কয়েকদিনের গুঞ্জন আর নানা আলোচনার পর অবশেষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও চলে এলো। পিএসজি ছাড়ার কথা নিশ্চিত করলেন জানলুইজি দোন্নারুম্মা। গত মরসুমের অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর এখনই ক্লাব ছাড়ার কোনো ইচ্ছে তার ছিল না। ইতালিয়ান গোলকিপার জানিয়েই দিলেন, ক্লাব ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে তাকে।

প্যারিস, ১৩ আগস্টঃ পিএসজি থেকে বিদায়ের ঘোষণা করেছেন দোন্নারুম্মা। বৃধবার টটেনহামের বিপক্ষে উয়েফা সুপার কাপের জন্য ঘোষিত পিএসজির স্কোয়াডে জায়গা না পাওয়ার পর ইনস্ট্রাগ্রামে তিনি নিজের এ সিদ্ধান্ত জানান। আবেগগন এক পোস্টে দোন্নারুম্মা লিখেছেন, “প্রথম দিন থেকেই দলে জায়গা পেতে এবং প্যারিসের গোলপোস্ট রক্ষায় মাঠে ও মাঠের বাইরে নিজেকে উজ্জ্বল করে দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে কেউ একজন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমি আর দলের অংশ হতে পারব না এবং দলের সামলো অবদান রাখতে পারব না। এতে আমি হতাশ ও বেদনাক্রান্ত। এ কারণেই দোন্নারুম্মা পিএসজি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর আগে পিএসজি কোচ লুইস এনরিক জানান, দোন্নারুম্মাকে দল থেকে বাদ দেওয়ার কঠিন সিদ্ধান্তের জন্য তিনিই শতভাগ দায়ী। তাঁর ভাষায়, “দোন্নারুম্মা বিশ্বের সেরা গোলরক্ষকের একজন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষ হিসেবে তিনি আরও ভালো। কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ে ফুটবলারদের জীবন এমনই। আমি এ সিদ্ধান্তের জন্য শতভাগ দায়ী। দলে যে প্রোফাইলের গোলরক্ষক প্রয়োজন, সেই চাহিদার জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।”



বোনাস মিলিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে। সূত্রগুলো বলছে, শেভালিয়েকে আনা হয়েছে ক্লাবের নতুন নাস্তার ওয়ান গোলকিপার হিসেবে। ফলে পিএসজিও দোন্নারুম্মা যেন অন্য কোথাও নিজের চিকানা খুঁজে নেন। চেলসি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও ইন্টার মিলান-এই তিন ক্লাব এরই মধ্যে দোন্নারুম্মার

এজেন্ট এনজো রাইওলার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বলে জানা গেছে। পিএসজি আশা করছে, এর মধ্যে কোনো একটি দল আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দেবে। ২৬ বছর বয়সী

দোন্নারুম্মার সঙ্গে পিএসজির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হতে বাকি মাত্র এক বছর। তিনি চুক্তি নবায়নের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত সমঝোতায় পৌঁছানো যায়নি। মাসে ৮ লাখ ৫০ হাজার ইউরো বেতন পাওয়া এই ইতালিয়ান গোলরক্ষক আরও বেশি পারিশ্রমিক দাবি করেছিলেন। কিন্তু গত দুই বছরে ক্রীড়া

পরিচালক লুইস কাপোঁস যে নতুন বেতনকাঠামো চালু করেছেন, সে কাঠামো অনুযায়ী দোন্নারুম্মার প্রস্তাব পিএসজি গ্রহণ করেনি। গত মরসুমে লিভারপুল, অ্যার্সন ক্লাব ও আর্সেনালের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দুর্দান্ত সেভ করে পিএসজির প্রথম চ্যাম্পিয়ন লিগ জয়ের পথে বড় অবদান রেখেছেন দোন্নারুম্মা। তবে এরপরও কোচ লুইস এনরিকে চাইছিলেন এমন এক গোলরক্ষক, যিনি বল পায় বেশি স্বচ্ছন্দ ও বল সরবরাহে দক্ষ। এ গুণগুলোই শেভালিয়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছেন স্প্যানিশ এই কোচ। ইনস্ট্রাগ্রামে বিদায়ী বার্তায় দোন্নারুম্মা লিখেছেন, “আশা করি পার্ক দে প্রিন্সেসে শেষবারের মতো সমর্থকদের চোখে দেখেছি বিদায় বলতে পারব। যদি তা না-ও হয়, তবু জানাতে চাই যে আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমার জন্য অমূল্য, যা আমি কখনো ভুলব না। এ কারণে ও জাদুকরী রাতগুলো আমি নিজের মধ্যে ধরে রাখব।” সতীর্থদের উদ্দেশ্যে দোন্নারুম্মা আরও লিখেছেন, “তোমরা আমার দ্বিতীয় পরিবার। প্রতিটি লড়াই, প্রতিটি হাসি, প্রতিটি মুহূর্তের জন্য কৃতজ্ঞ। তোমরা সব সময় আমার ভাই হয়ে থাকবে। এ ক্লাবের হয়ে খেলা এবং এ শহরে থাকটা ছিল বিরাট সম্মানের। ধন্যবাদ, প্যারিস।”

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ ● নবম সংখ্যা ● ১ আগস্ট ২০২৫

ক্যানসার ও চিকিৎসা

- প্রাস্টিক সার্জারি - পরিবেশের পরিধি
- ব্যথা মুক্ত হয়ে আনন্দে বাঁচুন
- বুজিয়ে শুন
- মত দুর্ভাগ্য পান্থেরই সত্যক পান্থের ইদিত দেয়
- পেরিকেরাল আর্টারি ডিজিজ
- মিনিমাল ইনভেসিভ বার্ডিয়াক সার্জারি (MICS)
- অ্যাগ্রিগেট ও রক্তের ভারন
- মানবদেহে কিডনির কাজ
- মূত্রথলির ক্যানসার
- ক্যানসার ও চিকিৎসা

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পারেন কোডটি ক্যান করুন